ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

প্রযুক্তির কারসাজিতে এবার পরিচালনায় ক্যাটরিনা

পৃঃ ৫

ভারতকে দায়ী করে যা বললেন আফ্রিদি

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩২৭ ● কলকাতা ● ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

# পাখির চোখ' বিধানসভা নির্বাচন, মমতার নজরে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ময়দানে নেমে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের রাশ নিজের হাতে রাখার পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়েও সজাগ থাকতে চাইছেন মমতা। ইতিমধ্যেই তিনি বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন। একাধিক দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকও হয়েছে।গত কয়েকদিনে একাধিকবার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের হাল নিজের হাতে রাখার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন দলের সুপ্রিমো মমতা। এবার দলের পাশাপাশি প্রশাসনের রাশও টানতে শুরু করেছেন তিনি। বিভিন্ন দপ্তরের কাজের খতিয়ান চেয়ে মমতা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।প্রশাসনিক সূত্রে খবর, যে সব দপ্তরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে সেই দপ্তরগুলির কাজ নিয়ে বেশি চিন্তিত মমতা। এই দপ্তরগুলির শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে কাজের পর্যালোচনা করছেন তিনি।এই সকল দপ্তরগুলির তালিকায় রয়েছে পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর, কৃষি দপ্তর, সেচ ও জলসম্পদ দপ্তর, পরিবহণ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর ইত্যাদি। এই দপ্তরগুলির সঙ্গে সরাসরি সাধারণ মানুষের যোগাযোগ রয়েছে। সোমবার বিধানসভার অধিবেশন শেষ হওয়ার পর পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় ও তাঁর দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সহ আরও অনেকে। এই বৈঠকেই মমতা জানিয়ে দেন, এবার থেকে প্রতি সোমবারই বৈঠক হবে। সোমবারের বৈঠকে প্রতি সপ্তাহের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। কয়েক মাস আগে পরিবহণ দপ্তরের দুই মন্ত্রী ও শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে নবান্নে পর্যালোচনা বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবহণ দপ্তরের কাজ পর্যালোচনা করে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছিলেন মমতা।আরজি করের ঘটনার পর স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর বিশেষ নজর দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছিলেন তিনি। আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পাশাপাশি একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর প্রতিবাদে অনেক মিছিল, মিটিং, সভা হয়েছে। উঠেছে মমতার পদত্যাগের দাবিও। বর্তমানে সেই প্রতিবাদ অনেকটাই স্তিমিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য দপ্তরকে নিয়ে নাগরিকদের একাংশের ক্ষোভ সামাল দিতে উদ্যোগী মমতা।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় দেড় বছর আগে থেকে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকাণ্ড নিয়ে সক্রিয়তা দেখানো শুরু করলেন মমতা। প্রশাসনের কাজ নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ কমাতে এই উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষ কাজ দেখেন। প্রশাসনের কোনও কাজে গাফিলতি থাকতে তা দ্রুত শুধরে নিতে হবে। তা না হলে প্রভাব পড়বে ভোটবাক্সে। কয়েকদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রশাসনের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

## রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সম্ভল সফরের সমালোচনায় সরব অখিলেশের দল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে বিরাট ফাটলের ইঙ্গিত! গত কয়েকদিন ধরে সাম্প্রদায়িক হিংসায় উত্তাল উত্তরপ্রদেশের সম্ভল সফরে যাচ্ছিলেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তাঁদের এই সফরের সমালোচনায় সরব হলেন ইন্ডিয়া জোটের শরিক সমাজবাদী পার্টি। কংগ্রেস সাংসদদের এই সফরকে 'ছবি তোলার রাজনীতি' ও 'নিছক লোক দেখানো' সফর বলে কটাক্ষ করল সপা।

এই ঘটনায় জাতীয় রাজনীতিতে অন্য অঙ্ক কষতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহল। সাম্প্রতিক হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের বিরাট ব্যর্থতার পর বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে। বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেস যে ব্যর্থ দল তা ক্রমশ প্রমাণিত সত্য হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় ইন্ডিয়া জোটের শরিক হলেও সেখানে কংগ্রেসের আধিপত্য মানতে নারাজ বহু শরিক। ফলে জোটের শীর্ষস্তরে যে অম্লরস তৈরি হচ্ছে তা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নড়বড়ে করে তুলছে ইন্ডিয়া জোটের ভিত। রাজনৈতিক মহলের দাবি, তবে কী ইন্ডিয়ার মধ্যেই অকংগ্রেসি জোটের সুপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মুখ হিসেবে সামনের সারিতে উঠে আসছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে সমাজবাদী পার্টি ও আম আদমি পার্টির মতো জোটের গুরুত্বপূর্ণ দলগুলি। যদিও কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় দলকে বাদ দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে যদি আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে অকংগ্রেসি জোট গড়ে ওঠেও, সেক্ষেত্রে জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে তা কতদূর সফল হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।সংসদ অধিবেশনকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল বিরোধী শিবিরে। সংসদে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিতে দেখা যায়নি সমাজবাদী পার্টি ও তৃণমূলকে। আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের এই বিক্ষোভের পক্ষে ছিলেন না তৃণমূল ও সপা। এই ঘটনায় সপার তরফে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, আদানি ইস্যুর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সম্ভলে হিংসার ঘটনা। এই ইস্যুতে বিরোধীদের সরব হওয়া উচিত। তবে কংগ্রেস সংসদে সপার দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি। এর পর বুধবার সকালে সম্ভলের রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা সম্ভলের উদ্দেশে রওনা দিতেই কড়া সুরে আক্রমণ শানাল সপা। এদিন সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে সপা সাংসদ রামগোপাল যাদব বলেন, "বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও কংগ্রেস দল সংসদে সম্ভলের ঘটনা নিয়ে কোনও আলোচনার দাবি জানায়নি। এর পর রাহুল গান্ধী সম্ভলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। একে আর কী বলা যায়, উনি ছবি তোলার রাজনীতি করছেন ও নিছক লোক দেখানোর জন্য ওখানে যাচ্ছেন।"তবে শুধু সপা নয়, সংসদে কংগ্রেসের এই

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স
ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

# ত্রিপুরায় 'জয় শ্রীরাম' বলে বাংলাদেশিদের ওপর হামলা-মারধর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুলে আবাসিক হোটেল থেকে বের করে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (২ ডিসেম্বর) রাতে ও মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) ত্রিপুরা রাজ্যে আবাসিক হোটেল এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে বাংলাদেশিদের সেবা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। সেখানে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রীদের মারধর করা হচ্ছে বলে জানান ত্রিপুরা-ফেরত যাত্রীরা।

ত্রিপুরায় হামলার শিকার মুজিবুর রহমান নামে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের এক ব্যবসায়ী জানান, তিনি ভারতের ত্রিপুরায় একটি মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্যে সোমবার (৩ ডিসেম্বর) সেই রাজ্যে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন। রাত ১২টার দিকে একদল লোক এবং সেখানকার পুলিশ এসে তাকে হোটেল থেকে বের করে দেয়। 'জয় শ্রীরাম' বলে তার ওপর হামলার অভিযোগ করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, হামলাকারীরা তার সঙ্গে থাকা বেশ কয়েকটি জামদানি শাড়ি ছিঁড়ে ফেলেন। পরে অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে রাতযাপন করে মঙ্গলবার বিকেলে নিজ দেশে ফিরে সময় সংবাদের কাছে এসব কথা জানান।

মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমি গত ৩০ বছর ধরে ভারতে আসা-যাওয়া করি, কিন্তু এবারের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ওই দেশের মানুষজন রাস্তায় আমাদের দেখলেই মারধর করছেন। অটোচালক, রিকশাচালকসহ সবাই আমাদের মারধর করতে আসছেন। আমরা হয়রানির শিকার হয়েছি। রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। সেখানেও আমাদের মারধর করতে আসেন অনেকে। এ রকম পরিস্থিতি কখনোই দেখিনি আমরা।'

ত্রিপুরা-ফেরত কুমিল্লার লাকসাম এলাকার বাংলাদেশি নাগরিক ফরিদ মিয়া বলেন, 'আমাদের দেশের লোকজন দেখলেই তারা মারধর করতে আসছেন। সোমবার রাতে হোটেলে ছিলাম রাতেই হোটেল থেকে আমাদের বের করে দিয়েছে। সারারাত বাইরে কাটিয়ে সকালে আসার পর রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে আমাদের ওপরে হামলা করতে তেড়ে আসেন অনেকে। বাংলাদেশের নাম শুনলেই জামায়াত-বিএনপি আর ইউনুসের লোকজন বলে আমাদের ওপর হামলা করছে। আমরা বলব, নতুন করে যেন কেউ সেখানে আর না যায়; যারা গেছেন তারা আসতেই হয়রানির শিকার হবেন।'

মো. রাজীব নামে আরেক পর্যটক বলেন, 'আমাদের হোটেল থেকে বের করে দিয়ে বলেছে, কোনো বাংলাদেশিকে যেন হোটেলে জায়গা না দেয়া হয়। আমাদের সঙ্গে তারা উগ্র ব্যবহার করেছেন। আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে এমন আচরণ কখনোই আমরা প্রত্যাশা করিনি।'

এদিকে আখাউড়া স্থলবন্দরে মো. নাসির উদ্দিন নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'সকাল থেকে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। সেখানে সকালে আমাদের এখান থেকে মাছ ও শুঁটকি পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা সে পণ্য দুপুর পর্যন্ত খালাস করতে দেয়নি। যদিও সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে আমাদের এখানে কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে।'

আখড়ার স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা মো. খাইরুল আলম বলেন, 'দুই দেশের যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক রয়েছে। তবে ভারত-ফেরত বাংলাদেশি যাত্রীরা অনেকে তাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের কথা জানিয়েছেন। বিষয়গুলো আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে।'

এ ব্যাপারে ৬০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার লে. কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার বলেন, সীমান্তে যেকোনো ধরনের অপতৎপরতা রোধ করার লক্ষ্যে বিজিবি প্রস্তুত রয়েছে। তবে তিনি ক্যামেরার সামনে আর কিছু বলতে রাজি হননি। এছাড়া আখাউড়া সীমান্তে যেকোনো ধরনের উত্তেজনা রোধ করার লক্ষ্যে বিজিবির পক্ষ থেকে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

# ফের রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল ঘটে গেল

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

ফের রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল। সবথেকে চারটে গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল করা হয়েছে। সরানো হল গোয়েন্দা প্রধান রাজাশেখরনকে। তাঁকে পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের ট্রেনিংয়ে। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই শিয়ালদহে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় উঠে এসেছিল ভিন রাজ্যের যোগের কথা। তারপর কসবাকাণ্ড, সেখানেও বিহার যোগ উঠে আসে।রাজ্যে একের পর এক ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। নবান্নের সভাঘরে রাজ্য পুলিশ ও সিআইডি-র একাংশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিতেও দেখা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে।

রাজ্যের ডিজির উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "আমি সিআইডি রদবদল করব। পুরোটাই। আর যাঁর যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, অভিযোগ পেলে ক্রস চেক করো। কেউ কেউ মিথ্যা কথা বলেও অভিযোগ করে। অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে কড়া পদক্ষেপ করো। কেউ তাতে বাধা দেবে না। আর কেউ বাধা দিলে আমি শুনবও না।" আর তারপরই এই রদবদল। এডিজি ওয়ান রাজাশেখরনকে রাজ্য পুলিশের ট্রেনিংয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

দময়ন্তী সেন, যিনি রাজ্য পুলিশের ট্রেনিংয়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁকে এডিজি আইজি পলিসি মেকিং পদে আনা হল। অর্থাৎ রাজ্য পুলিশের নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় এবার দময়ন্তী। এডিজি আইজি ইবি থেকে রাজীব মিশ্রকে এডিজি আইজি অর্গানাইজেশন এবং মর্ডানাইজেশন পদে আনা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, এটা একটা রুটিন রদবদল। তবে নতুন গোয়েন্দা প্রধান কে, তা এখনও রাজ্যের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়নি।

# ভাঙড়ে আরাবুল অনুগামী হিন্দুদের বাড়িতে শওকত বাহিনীর হামলার অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

এবার আক্রান্ত তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের হিন্দু অনুগামীরা। আরাবুল ইসলামের সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতিতে যাওয়ায় মঙ্গলবার তাদের ওপর শওকত মোল্লার অনুগামীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয় বাড়ি। পড়ে একের পর এক বোমা। এই ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে থানায় অভিযোগ করেন আক্রান্তরা।আরাবুল ইসলাম বলেন, 'আমি হাইকোর্টের নেতৃত্বে পঞ্চায়েত সমিতিতে গিয়েছি। হাজার হাজার মানুষ আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তার পরেও শওকত মোল্লার পাঠানো কিছু দুষ্কৃতী মত্ত অবস্থায় আমাকে অকথ্য গালিগালাজ করেছে। আমার প্রয়াত মা বাবাকেও বাদ দেয়নি। এখন আমার অনুগামীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। দল আমাকে যেরকম নির্দেশ দিয়েছে আমি তেমন ভাবে চলছি। তার পরেও কেন হামলা হবে? আমি প্রশাসনকে বিষয়টা দেখতে বলব।'জেলমুক্তির পর গত সোমবার আরাবুল ইসলাম দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রথমবার ভাঙ্গড় ২ নম্বর ব্লক অফিসে যান।আরাবুল ইসলামের সাথে যাওয়ার অপরাধে মঙ্গলবার দুপুরে কাঁটাতলা উত্তরপাড়া এলাকায় আরাবুল ইসলামের একাধিক হিন্দু অনুগামীদের বাড়িতে হামলা চালায় শওকত মোল্লার অনুগামীরা। ভাঙচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়ি। মুড়ি মুড়কির মতো বোমা পড়ে বলে অভিযোগ। কোনও ক্রমে পালিয়ে বাঁচেন বাড়ির পুরুষ সদস্যরা। এমনকী বাড়িতে ফিরলে তাঁদের প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

আরাবুল অনুগামী স্বপন মণ্ডল বলেন, 'আমি সোমবার আরাবুল সাহেবের সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতিতে গিয়েছিলাম। সেজন্য মঙ্গলবার শওকত মোল্লার অনুগামীরা আমার বাড়িতে চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। আমি তখন বাড়ি ছেড়ে পালাই। আমাকে খুন করার হুমকি দিয়ে গিয়েছে।'

# যুদ্ধের হুঙ্কার বাংলাদেশ সেনা প্রধানের ! যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অশান্ত বাংলাদেশ। আর এই পরিস্থিতিতে বড় মন্তব্য করলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। মঙ্গলবার তিনি হুঙ্কার দিয়ে জানান, 'যেকোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ নিতে সবসময় প্রস্তুত। নবীন সেনা কর্মকর্তাদের সামরিক চেতনাবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা রাখতে হবে।' বলা বাহুল্য, চট্টগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়েই নাম না করেই যুদ্ধের কথা বললেন ইউনূসের সেনাবাহিনীর প্রধান।অন্যদিকে সম্প্রতি মোল্লা ইউনূস সরকার গ্রেফতার করেছে হিন্দু গুরু চিন্ময় মহাপ্রভুকে। আর তা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ নয়া দিল্লি। শুধু তাই নয় ওপার বাংলায় হিন্দুদের ওপর চলা হিংসার ঘটনা পথে নেমেছে এপার বাংলার মানুষ। আর তখনই ভারতকে চাপে ফেলতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে ইউনূস সরকার ।গত ৬ অগস্ট বাংলাদেশে পতন হয়েছে হাসিনা সরকার। এরপরেই দায়িত্ব নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে ইউনূস। এরপর থেকেই বিপন্ন অবস্থা ওপার বাংলার। লাগাতার সেখানে চলছে হিংসা। জামাত এবং পুলিশ হিন্দু মন্দির ভাঙচুর থেকে শুরু করে সংখ্যালঘুদের ওপর চালাচ্ছে নির্মম অত্যাচার। একথায় বলা যায়, শাসন করার নামে উল্টে বাংলাদেশকে ধ্বংসলীলা পরিণত করছেন মোল্লা ইউনূসের সংগঠন। আর এবার তাঁরই গোষ্ঠীর সেনাপ্রধান যুদ্ধের হুঙ্কার দিলেন। বলা বাহুল্য, হাসিনার পতনের পর থেকেই বাংলাদেশের টালমাটাল অবস্থা। আর সেসময় যুদ্ধে নামার কথা বলে গোটা বিশ্বের কাছে কার্যত স্রেফ হাসির খোঁড়াকে পরিণত হলেন সেনাবাহিনীর প্রধান।

# ঢাকায় আসছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব, নেপথ্যে যে কারণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়ন দেখা দিয়েছে, যার প্রেক্ষিতে আগামী ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় আসছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রী। এই সফরে তিনি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিক্রম মিশ্রী আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশ সফর করবেন। এটি হতে যাচ্ছে গত আগস্টে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্ষমতায় আসার পর সিনিয়র কোনো ভারতীয় কর্মকর্তার ঢাকায় প্রথম সফর। তবে উভয় দেশই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সফরের বিষয়ে কোন ঘোষণা দেয়নি।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, বিক্রম মিশ্রী আগামী ১০ ডিসেম্বর পররাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক আলোচনার জন্য বাংলাদেশে আসবেন। তার সফরের প্রস্তুতির বিষয়ে অবগত ব্যক্তিরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই তথ্য জানিয়েছেন।

ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবের ঢাকা সফরের সিদ্ধান্ত ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইডলাইনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের মধ্যে একটি বৈঠকে নেওয়া হয়। এটি ছিল ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আগস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, এর আগে পররাষ্ট্র দপ্তরের পরামর্শ বৈঠকটি গত নভেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অন্যদিকে, ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং চিন্ময় দাসের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিয়ে চলমান বিক্ষোভের কারণে দুই দেশের সম্পর্কের মাঝে উত্তেজনা বেড়েছে। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে, গত সোমবার আগরতলায় বাংলাদেশের কনস্যুলেটে একটি বড় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এবং হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাতে মঙ্গলবার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মাকে তলব করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

# মহারাষ্ট্রে মহা নাটকের অবসান, বৃহস্পতিতে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ ফড়নবিশের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

জল্পনার অবসান। আগামী ৫ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। বিজেপি কোর কমিটির বৈঠকে নেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। এদিনের বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি এবং ফড়নবিশ।গত ২৩ নভেম্বর

এরপর ৩ পাতায়

## চন্ডীগড়ে ৩টি নতুন ফৌজদারি আইনের সফল রূপায়ণ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

**নতুন দিল্লি**
**২ ডিসেম্বর ২০২৪**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে বেলা ১২টায় চন্ডীগড়ে ৩টি নতুন ফৌজদারি আইন ‚ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মের সফল রূপায়ণ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা অনুযায়ী স্বাধীনতার পরেও চালু থাকা ঔপনিবেশিক যুগের আইনের পরিবর্তে নতুন এই ৩টি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনগুলির মূল সারমর্ম হল, “সুরক্ষিত সমাজ, উন্নত ভারত - শাস্তি থেকে ন্যায়।” স্বচ্ছ, দক্ষ এবং সমসাময়িক সমাজের উপযোগী করে ভারতের আইন ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে এ বছরের ১ জুলাই থেকে গোটা দেশে এই আইনগুলি কার্যকর করা হয়েছে। এই আইনি সংস্কার ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনেছে। সাইবার অপরাধের মোকাবিলা এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে নতুন এই আইনকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে।

## পশ্চিমবঙ্গে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করছে

**কলকাতা,**
**৩ ডিসেম্বর, ২০২৪**

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করছে কি না, গত ৩ বছরে তারা কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনো উদ্যোগ হাতে নিয়েছে কি না সে সম্পর্কে আজ লোকসভায় সাংসদ শ্রী খলিলুর রহমান জানতে চান। এই প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী ভগীরথ চৌধুরী জানান, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-আইসিএআর পশ্চিমবঙ্গে ৪টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ১০টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়া জেলাস্তরে কৃষি প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য ২৩টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র রয়েছে। এই কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন শস্য, ডাল, তৈলবীজ, জলবায়ু উপযোগী বিভিন্ন প্রজাতির ফসল, খামার ও মৎস্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে কাজ করে এবং কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়। গত ৩ বছরে (২০২১-২৩) এবং ২০২৪ সালে মোট ১৩২ প্রজাতির শস্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প এবং কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের ওপর কৃষির বিকাশ নির্ভর করে। গত ৩ বছরে পশ্চিমবঙ্গে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

১-ম পাতার পর

# রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সম্ভল সফরের সমালোচনায় সরব অখিলেশের দল

স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সপার পাশাপাশি সরব হয়েছে তৃণমূলও। এই বিষয়ে রাজ্যের শাসকদলের বক্তব্য, শুধু আদানি আদানি করে সংসদ অচল করে রাখলে বিজেপিরই সুবিধা। সংসদ অচল হলে মানুষের সমস্যা তুলে ধরার জায়গা পাওয়া যায় না। তাছাড়া শুধু একটা দুর্নীতির ইস্যু তুলে জনমানসে প্রভাব ফেলা যাবে না। তাই সংসদ অধিবেশনে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, বাংলার বঞ্চনা, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার পাওনা টাকা আটকে রাখা, সার-সংকট, মণিপুরে হিংসা-সহ উত্তর-পূর্বের সমস্যার কথা তুলে ধরতে হবে।

২ পাতার পর

# মহারাষ্ট্রে মহা নাটকের অবসান, বৃহস্পতিতে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ ফড়নবিশের

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মহাযুতি জোট, একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা এবং অজিত পাওয়ারের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ২৮৮টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২৩০টি আসনে জয়ী হয়। এরমধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১৩২টি আসন, শিবসেনা পেয়েছে ৫৭টি আসন এবং এনসিপি পেয়েছে ৪১টি আসন। এরপরেই একনাথ শিন্ডে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মনোনয়ন জমা দেবেন না। তাতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু হয় কে হবেন মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী।এই নিয়ে শিন্ডে, ফড়নবিশ এবং অজিত পাওয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসে বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ। অনেক জল্পনার পর অবশেষে প্রকাশ্যে এল কে হবেন মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী।সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দুই উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও অজিত পাওয়ারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন ফড়নবিশ। বলা বাহুল্য, ফড়নবিশ মহারাষ্ট্রে দু'বার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন । শুধু তাই নয় উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আর এবার প্রবীণ বিজেপি নেতাকে মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির। ভোটের আগে কমিশনকে দেওয়া তথ্য অনুসারে জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রের নব মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। বর্তমানে তাঁর রয়েছে ১৩.২৭ কোটি টাকার সম্পত্তি। শুধু তাই নয় বিপুল স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি । আর এবার তাঁকেই ফের মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় জনতা পার্টি ।

# কানাডাকে আমেরিকার অঙ্গ রাজ্য হওয়ার প্রস্তাব ট্রাম্পের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

প্রতিবেশী দেশ কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হওয়ার প্রস্তাব দিলেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ। সপ্তাহ কয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ অভিবাসী ঠেকাতে, বানিজ্যিক ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কানাডার ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প।প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। যদি কানাডা সীমান্ত সমস্যা ও বাণিজ্য ঘাটতি সমাধান করা যায়, তাহলে তিনি কানাডার সব পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করবেন। এরপর ট্রুডো ট্রাম্পকে জানিয়েছেন, এই শুল্ক আরোপ করলে কানাডার অর্থনীতি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপরই ট্রাম্প ট্রুডোকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১ তম অঙ্গরাজ্য হওয়ার প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি কথোপকথনে অনেক হাসি-ঠাট্টা হলেও ট্রাম্প স্পষ্ট করে দেন, তিনি জানুয়ারির ২০ তারিখের মধ্যেই কানাডার শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেবেন।কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে ৭০টিরও বেশি দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসী এবং বিপুল পরিমাণ মাদক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে। তাই নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের কানাডার উপর বাড়তি শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি বার্তা দিয়েছিলেন, যাতে রীতিমতো ভয় পেয়ে যান কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এরপরেই গত শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) তড়িঘড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছুটে যান কানাডা প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো।শুল্ক বাড়ানোর ইস্যুতে ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন ট্রুডো। বিশ্বের এমন পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক শুল্ক বাড়লে কানাডার অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে বলেও জানান জাস্টিন ট্রুডো। তা নিয়েই দু'পক্ষের বৈঠক হয়। এবার সেই বৈঠক থেকেই একটি নয়া তথ্য বেরিয়ে এল। ট্রাম্প নাকি ট্রুডোকে বলেছেন, 'যদি যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত শুল্ক দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অভিবাসন সমস্যা সমাধান না করতে পারে, কানাডার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ফেলে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হয়ে যাওয়া উচিত কানাডার।' এই বিষয়ে ট্রাম্প-ট্রুডোর আলোচনার টেবিলে উপস্থিত দুই ব্যক্তি জানিয়েছেন, ট্রাম্প ট্রুডোকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হওয়ার জন্যে স্বাগত জানালেও কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কঠোর ও স্পষ্টভাষী ছিলেন ট্রুডো। বৈঠকে কানাডার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতির প্রসঙ্গও তুলেছিলেন ট্রাম্প, যাতে আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন ট্রুডো।

# নৌসেনা দিবসে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সাহসী কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

**নতুন দিল্লি**
**৪ ডিসেম্বর ২০২৪**

নৌসেনা দিবসে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সাহসী কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির প্রশ্নে তাঁদের দায়বদ্ধতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এক্স পোস্টে শ্রী মোদী বলেছেন :

“নৌসেনা দিবসে আমাদের সমুদ্র সীমান্তের সুরক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ নৌবাহিনীর অতুলনীয় সাহসী কর্মীদের কুর্নিশ জানাই। কর্তব্যের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা আমাদের দেশের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে। ভারতের সমুদ্র পরিসর সংক্রান্ত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আমাদের গর্বিত করে।”

# কিংবদন্তী স্কোয়াশ খেলোয়াড় রাজ মানচন্দ-এর প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

**নতুন দিল্লি**
**৪ ডিসেম্বর ২০২৪**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কিংবদন্তী স্কোয়াশ খেলোয়াড় রাজ মানচন্দ-এর প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করেছেন। শ্রী মোদী মানচন্দ-এর প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি একজন কিংবদন্তী স্কোয়াশ খেলোয়াড় এবং তাঁর নিষ্ঠা ও দক্ষতার জন্য পরিচিত ছিলেন। সামরিক বাহিনীতে থাকাকালীন দেশের প্রতি তাঁর সেবারও প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন:

“শ্রী রাজ মানচন্দ জি-র মৃত্যুতে শোকাহত, একজন প্রকৃত কিংবদন্তী ভারতীয় স্কোয়াশ খেলোয়াড়, তাঁর নিষ্ঠা ও দক্ষতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তার অতিরিক্ত হিসেবে খেলাধুলার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রেখেছে। স্কোয়াশ কোর্টের বাইরে সামরিক বাহিনীতে থাকার সময় দেশের প্রতি তাঁর সেবারও স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর পরিবার ও অনগামীদের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি: পিএম @narendramodi”।

# পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা পিএমজিএসওয়াই-এর অবস্থা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

লোকসভায় আজ সাংসদ শ্রীমতী রচনা ব্যানার্জী প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা পিএমজিএসওয়াই-তে গত ৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কতো অর্থ বরাদ্দ এবং প্রদান করা হয়েছে, বর্তমান বছরে এই পরিমাণ কতো, এই অর্থে কতগুলি গ্রামে সড়ক সংযোগ হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ অর্থের কিছু অংশ প্রদান করা যাচ্ছে না- এই খবর সত্য কি না, সত্য হলে এর বিশদ বিবরণ, এই প্রকল্প নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঠানো কোনো প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পড়ে আছে কি না, থাকলে তার কারণ সম্পর্কে জানতে চান। এই প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী শ্রী কমলেশ পাসোয়ান জানান, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা পিএমজিএসওয়াই-এর আওতায় কেন্দ্রীয় তহবিল রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়। সেই তহবিল রাজ্য সরকার জেলা ও মহকুমা স্তরে বন্টন করে। রাজ্য /কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পাঠানো প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পের জন্য কী পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে তা স্থির করা হয়। এটি আবার নির্ভর করে হাতে থাকা কাজ, রাজ্যের কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা, রাজ্যের কাছে খরচ না হওয়া অর্থের পরিমাণ এবং কর্মসূচির নির্দেশিকা মেনে চলার ওপর।

শ্রী পাসোয়ান জানান, বর্তমান বছর (২৮.১১.২০২৪ পর্যন্ত) সহ গত ৫ বছরে পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের তরফে মোট ১,৮৪৭.৮০৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২৪-২৫ সালের জন্য এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তি অর্থ চেয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে এই যোজনার আওতায় তৈরি সড়কগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজ্য সরকার ১২৪.৩৬ কোটি টাকা চায়। মন্ত্রী বলেন, পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে সংযোগবিহীন বাসস্থানগুলির সঙ্গে সারা বছর চলাচলের উপযোগী সড়ক নির্মাণের সংস্থান করা হয়। এ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১৩০৮৭টি বসতি অঞ্চলকে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৬২৮৭.৫০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ সংযোগ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরাণ্বিত করার লক্ষ্যে ৪২৩৬.৬২ কিলোমিটার রাস্তা মঞ্জুর করা হয়েছে। বাকি ২০২৬.৫২ কিলোমিটার রাস্তার জন্য রাজ্যের কাছ থেকে চূড়ান্ত কার্যসম্পাদন প্রতিবেদন চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

## মুহাম্মদ ইউনূস, ছাত্র সমন্বয়করা বাংলাদেশে গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড : হাসিনা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে তাকে সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত নৃশংসতার জন্য দায়ী করেছেন। নিউইয়র্ক আওয়ামী লীগের এক অনুষ্ঠানে কার্যত ভাষণ দেওয়ার সময় হাসিনা মন্দির, গির্জা এবং ইসকনসহ ধর্মীয় স্থানে হামলার জন্য ইউনূসকে দায়ী করেন।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র বিক্ষোভ তীব্র হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া হাসিনা বলেন,‘আজ আমার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। বাস্তবে, মুহাম্মদ ইউনূসই ছাত্র সমন্বয়কদের সাথে একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পিত পরিকল্পনার মাধ্যমে গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছেন। তারাই মাস্টারমাইন্ড।

তিনি বলেন, এমনকি তারেক রহমান (বিএনপি নেতা ও খালেদা জিয়ার ছেলে) লন্ডন থেকে বলেছেন, মৃত্যু অব্যাহত থাকলে সরকার টিকবে না।

বাংলাদেশে হিন্দুদের টার্গেট করা হয় কেন?

তার ভাষণে বাংলাদেশের পলাতক প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রতিবেশী দেশটিতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কথিত নৃশংসতার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : 'আজ

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩২৭ সংখ্যা ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

## মুহাম্মদ ইউনূস, ছাত্র সমন্বয়করা বাংলাদেশে গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড : হাসিনা

শিক্ষক এবং পুলিশ সকলকেই আক্রমণ ও হত্যা করা হচ্ছে, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানদের টার্গেট করা হচ্ছে। গির্জা ও বেশ কয়েকটি মন্দিরে হামলা হয়েছে। কেন এখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা হচ্ছে?

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর একাধিক হামলার খবরের মধ্যে হাসিনার বিবৃতি এসেছে। গত সপ্তাহে ঢাকায় তিন হিন্দু সন্ন্যাসীকে পুলিশ গ্রেফতারের পর উত্তেজনা বেড়ে গেছে।

'গণহত্যা চাইনি' হাসিনা দাবি করেন, তার বাবা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই তাকে হত্যার পরিকল্পনা ছিল। বাংলাদেশের সাবেক এ নেতা বলেন যে, তিনি তার দেশ ছেড়েছেন কারণ তিনি 'গণহত্যা' চান না।

তিনি তার দলের সদস্যদের বলেন, 'আমাদের জাতির পিতাকে ১৫ আগস্ট (১৯৭৫) হত্যা মতোই হত্যার পরিকল্পনা ছিল। এটা ছিল ২৫-৩০ মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু আমি আমার নিরাপত্তা বাহিনীকে বলেছিলাম গুলি না চালাতে'।

'আমি গণহত্যা চাইনি। ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে চাইলে গণহত্যা হতো। যখন নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা হচ্ছিল, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমার চলে যাওয়া উচিত। আমার নিরাপত্তাকর্মীরা যদি গুলি চালাত, তাহলে গণভবনে অনেকেই মারা যেত। আমি এটা চাইনি', বলেন হাসিনা।

## সম্পাদকীয়

### নাগরিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত দফতরগুলিকে আরও 'সক্রিয়' করছেন মমতা

আপাতত তাঁর 'পাখির চোখ' ২০২৬। সেই লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটি তাঁর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড থেকে স্পষ্ট। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী হিসাবে যেমন তিনি একবারে সামনে এসে দলের হাল ধরেছেন, তেমনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সরকারে নিজের 'সক্রিয়তা' আরও বাড়িয়েছেন।সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী কালীঘাটের বাসভবনে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ডেকেছিলেন। তখনও তাঁর সতীর্থ বা প্রশাসনিক আধিকারিকেরা মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাব টের পাননি। কিন্তু গত সোমবার বিধানসভায় এসে দুপুরে তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠকের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজের ঘরে বসে প্রশাসনিক বৈঠক করে যে ভাবে কাজের খতিয়ান চাইতে শুরু করেন মমতা, তাতে দল থেকে শুরু করে রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা 'মিশন ২০২৬'-এর প্রস্তুতির স্পষ্ট বার্তা দেখছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে উপস্থিত এক মন্ত্রীর কথায়, "উনি দেশের অগ্রণী রাজনীতিকদের মধ্যে একজন। উনি আমাদের সকলের চেয়ে এবং সময়ের চেয়ে এগিয়ে ভাবতে পারেন। ২০২৬ সালের ভোটের কথা উনি বৈঠকে তোলেননি। কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি, বিধানসভা ভোটের আগে তিনি কী ভাবে দল ও প্রশাসনকে প্রস্তুত করবেন, তার নীল নকশা আঁকা হয়ে গিয়েছে।"

বস্তুত, যে সব দফতরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগাযোগ, বেছে বেছে সেই সব দফতরেরও 'সক্রিয়তা' বাড়াচ্ছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

সোমবার বিধানসভার অধিবেশন শেষে পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায় ও তাঁর দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে হাজির থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ-সহ রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে। ওই বৈঠকে উপস্থিত সব মন্ত্রী ও আধিকারিককে তিনি জানিয়েছেন, প্রতি সোমবারই বৈঠক হবে। অর্থাৎ, এক সপ্তাহে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, মুখ্যমন্ত্রী যে দফতরগুলিকে একত্রে নিয়ে বৈঠক করে কাজের পর্যালোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন, সেগুলির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সাধারণ মানুষ। পূর্ত দফতর রাজ্যের বড় অংশের রাস্তা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। রাজ্যের ১২৮টি পুরসভার দায়িত্ব পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের। কৃষি দফতরের সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের কৃষকসমাজ। সেচ ও জলসম্পদের ওপর নির্ভর করে গ্রামীণ এলাকার কৃষিকাজকে জল পৌঁছে দেওয়া এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ। আর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত দিয়ে গোটা গ্রামীণ এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে পঞ্চায়েত দফতরের ওপর। তাই এই দফতরগুলির কাজ নিজেই তদারকি শুরু করেছেন মমতা। আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে যে মমতা যাবেন, তিনি তাঁর শাসনকালের তিনটি মেয়াদ উত্তীর্ণ করে ফেলবেন। প্রত্যাশিত ভাবেই, তাঁকে সেই ভোটে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হবে। রাজ্য সরকার কী কী কাজ করেছে, তার তুল্যমূল্য বিচার হবে। 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এর মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প দিয়ে তার মোকাবিলা করা যাবে কি না, তা নিয়ে দলের অন্দরেই অনেকে সংশয়ী। তাঁরা মনে করেন, মানুষ কাজ দেখেন। যাঁরা এই ধারণার ধারক, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি এর আগে সরকারের কাজকর্ম নিয়ে 'অসন্তুষ্টি' প্রকাশ করেছেন বলেই খবর। সেই কারণেই তিনি প্রশাসন এবং মন্ত্রিসভার একাংশে রদবদল করারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

কয়েক মাস আগে পরিবহণ দফতরের দুই মন্ত্রী-সহ সব শীর্ষ আধিকারিককে নিয়ে নবান্নে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে ধারাবাহিক ভাবে দফতরের কাজ পর্যালোচনা করে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছেন তিনি। সেই মর্মে কাজও শুরু করে দিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বলা বাহুল্য যে, পরিবহণ দফতরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ নিত্যদিনের। ফলে মমতা পরিবহণ দফতরের উপর 'বিশেষ নজর' দিচ্ছেন। আরও একটি দফতরের উপর 'বিশেষ নজর' রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতার। সেটি হল স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্ব ২০১১ সাল থেকে নিজের হাতেই রেখেছেন তিনি। আরজি কর কাণ্ডের পরে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য প্রশাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। স্বাস্থ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে মমতার নেতৃত্বকেও তাঁরা প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন। নবান্ন সূত্রের খবর, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে স্বাস্থ্য দফতরের খোলনলচে বদলাতে চান মমতা। সেই ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে সোমবার। ওইদিনই রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। নবান্নের এক আধিকারিকের কথায়, "নতুন বছরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য প্রশাসনে আরও নতুন নতুন পদক্ষেপ দেখতে পাবেন। আরজি কর কাণ্ডের পর যেসব ত্রুটি সামনে এসেছে, সেই সব ত্রুটি থেকে স্বাস্থ্য দফতরকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তেমনই নতুন সিদ্ধান্তও নেওয়া হচ্ছে।" প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, আরজি করের ঘটনা রাজ্য সরকারকে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সম্পর্কে সম্যক 'সজাগ' করেছে। আরজি কর সংক্রান্ত জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন আগের মতো নেই। নাগরিক আন্দোলনের ঝাঁজও স্তিমিত। কিন্তু শাসকের উপর উষ্মা যে চলে গিয়েছে, তা নয়। সেই বোধ থেকে উৎসবপর্ব মিটে যেতে দল ও প্রশাসনকে সজাগ করতে উদ্যোগী হয়েছেন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী।

অনেকে মমতার এই 'সক্রিয়তা'র সঙ্গে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগের প্রস্তুতির তুলনা করছেন। ২০১৫ সালের শেষের দিকে প্রতি শনিবার তৃণমূলের জেলা কমিটিগুলির সঙ্গে কালীঘাটের বাসভবনে বৈঠক করতেন মমতা। পাশাপাশি, কোন দফতরে কী কাজ হয়েছে, নবান্নে বসে সেই খতিয়ান নিতেন স্বয়ং। কিন্তু এ বার সেই প্রস্তুতি বিধানসভার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দেড় বছর আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে বার একার হাতে নির্বাচনী রণকৌশল সাজিয়ে দ্বিতীয় বার 'নীলবাড়ি' দখল করেছিলেন মমতা। এ বারের লড়াই আরও কঠিন হতে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। তাই প্রস্তুতিও আগে থেকে নেওয়া হচ্ছে।

## কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শ্রী শ্রী মা লক্ষ্মীর স্তোত্র

লক্ষ্মীস্তং সর্বদেবানাং যথাসম্ভব নিত্যশঃ।
স্থিরাভাব তথা দেবী মম জন্মনি জন্মনি।।
বন্দে বিষ্ণু প্রিয়াং দেবী দারির্দ্য দুঃখনাশিনী।
ক্ষীরোদ সম্ভবাং দেবীং বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনীঃ।।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর ধ্যান মন্ত্র

ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনাস্থাং ধায়েচ্চ শ্রীয়ং ত্রৈলোক্য মাতরং।।
গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কারভূষি তাম্। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বাদশ পর্ব)

উপমহাদেশে মাতৃকার ভীষণদর্শনা যোদ্ধারূপটি উপাসনার ইতিহাস বেশ প্রাচীন, হরপ্পা সভ্যতায়, বিশেষ করে বালোচিস্তান অঞ্চলে প্রচলিত মাতৃকা উপাসনার ধর্ম সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ বলেনঃ

"বেলুচিস্তানের কুল্লি ঢিপিতে আবিষ্কৃত এ-জাতীয় মূর্তির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে স্টেন মন্তব্য করেছেন, this strikingly confirms the view previously advanced that these figures represent a divinity of fertility, the 'mother-goddess' of many eastern cults। বেলুচিস্তানের মেহি-ঢিপিতে আবিষ্কৃত মূর্তিকা-প্রসঙ্গেও তাঁর মন্তব্য প্রায় একই। ঝোব্ উপত্যকার মূর্তিকাগুলির রূপ কিন্তু ভীষণা, কখনও বা করোটির মত। তবুও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এগুলির মূলেও আদিম উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসই অনুমান করেছেন। এ-জাতীয় মূর্তির বর্ণনায় পিগট্ যেমন বলেছেন, a grim embodiment of the mother-goddess who is also the guardian of the dead – an underworld deity connected like with the corpse and the seed-corn buried beneath the earth" (দেবীপ্রসাদ ভারতীয় দর্শন ৭২)।

অর্থাৎ যেভাবে মৃতদেহ ও বীজ উভয়েই মাটির নিচে চাপা থাকে, সেভাবে এই মাতৃকা উর্বরতাসূচক, এবং মৃতদের রক্ষক, তিনি পাতাললোকের ঈশ্বরী। এদিকে তা আশঙ্কা ও আশ্বাস - উভয়ের দ্যোতক। ভয়াভয় (ভয়+অভয়) হচ্ছে তাঁর সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য, আমি বলব। এবং কালীরূপের বিবর্তনের ইতিহাস অনুসন্ধানে এই ভয়াভয় বৈশিষ্ট্য, যেখানে স্নেহ ও শঙ্কা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সর্বকালের তলানীতে ভারতীয় টাকার দর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সর্বকালের তলানীতে নেমেছে ভারতীয় মুদ্রা টাকার দর। মঙ্গলবার ভারতে প্রতি মার্কিন ডলারের বিনিময়মূল্য বেড়ে ৮৪.৭৫ টাকাতে পৌঁছেছে। এর ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির মান ইতিহাসের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়।

জানা গেছে, ভারতের অর্থনীতি নিয়ে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল- চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের বেশি হবে। কিন্তু সেই পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণিত করে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৪ শতাংশ, যা গত ১৮ মাসে সর্বনিম্ন। প্রবৃদ্ধির এই অধোগতির প্রভাব পড়েছে দেশটির মুদ্রা টাকার উপর।

এদিকে, টাকার আশঙ্কাজনক দরপতন হতে থাকলে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবিআইয়ের হস্তক্ষেপে তা কিছুটা থামানো গেছে। আরবিআই রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ডলার বিক্রি করে বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। ফলে দরপতন কিছুটা থেমেছে। টাকার এই ধারাবাহিক দরপতনকে ব্যবসায়ীরা উদ্বেগজনক বলছেন। টাকার দরপতনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগও বাড়ছে। আমদানি-রফতানি থেকে শুরু করে বিদেশে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের, সকলেই প্রভাবিত হচ্ছেন। টাকার দরপতনের খেসারত ভোগ করতে হবে সাধারণ গ্রাহকদেরও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া এবং বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহে টান পড়ার ফলে টাকার দাম কমেছে। অন্যদিকে সম্ভাব্য ব্রিকস মুদ্রার বিরুদ্ধে ট্রাম্পের হুমকির প্রভাবও পড়ছে টাকার দরে। এদিকে টানা আট সপ্তাহ যাবৎ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে বলে জানা গেছে।

# অমৃতসরে স্বর্ণ মন্দিরে পাঞ্জাবের সাবেক উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদালের ওপর গুলিবর্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বুধবার (০৪ডিসেম্বর) সকালে শিরোমণি আকালি দল (এসএডি) নেতা এবং পাঞ্জাবের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদালের ওপর হঠাৎ গুলি চালানো হয়েছে।তিনি তখন অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের প্রবেশপথে তার ধর্মীয় কাজ শাস্তি (penance)পালন করছিলেন।

গুলি চালানো ব্যক্তি নারায়ণ সিং চৌরাকে পুলিশ আটক করেছে। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হারপাল সিং জানিয়েছেন, "এখানে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল" এবং তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, গুলির কারণে কেউ আহত হননি।

সুখবীর সিং বাদালকে আগস্ট মাসে 'টঙ্কহাইয়া' (ধর্মীয় অপরাধী) ঘোষণা করে অকাল তখত, এবং তাকে স্বর্ণ মন্দিরে 'সেবাদার' হিসেবে কাজ করতে বলা হয়। তিনি মন্দিরে বাসন মাজা, জুতা পরিষ্কার করা, এবং শৌচাগার পরিষ্কার করার মতো কাজ করছেন। ২০০৭ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত পাঞ্জাবের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার কিছু সিদ্ধান্তকে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই কারণে তাকে ধর্মীয় শাস্তি দেওয়া হয়।

সুখবীর সিং বাদাল যখন মন্দিরের প্রবেশদ্বারে বসে ছিলেন,তখন একটি অজ্ঞাত ব্যক্তি তার দিকে গুলি চালায়। কিন্তু উপস্থিত লোকজন দ্রুত ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন এবং নিরাপত্তা বাহিনী নিশ্চিত করে যে, গুলির ফলে সুখবীর সিং বাদাল কোনো ধরনের আঘাত পাননি।

এই ঘটনা পাঞ্জাব রাজনীতিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, এবং এটি ধর্মীয় শাস্তির কারণে বাদালের প্রতি বিরোধীদের ক্ষোভের প্রতিফলন হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে।

# ভারত থেকে মুখ ফিরিয়ে চীনের দিকে ঝুঁকছে হিন্দুপ্রধান যে দেশটি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের বলয় থেকে বের হয়ে দেশের অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নে চীনকে দেখতে চান নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) বেইজিং সফরে গিয়ে এই বার্তাই দিয়ে এলেন তিনি। খবর রয়টার্সের।

এই বছরের জুলাই মাসে চতুর্থবারের মতো নেপালের সরকারপ্রধান হিসেবে শপথ নেন ওলি। প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরের প্রথা ভেঙে শত বছরের মিত্র দিল্লির বদলে বেইজিংকে বেছে নেন তিনি।

ওলির সফর নিয়ে বেইজিং জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও প্রধানমন্ত্রী লি ছিয়াংয়ের সঙ্গে বৈঠকে হওয়ার কথা রয়েছে ওলির। এর আগে স্থলবেষ্টিত (ল্যান্ড লকড) দেশ নেপালকে 'স্থল সম্পর্কযুক্ত' (ল্যান্ড লিংকড) দেশের রূপান্তরিত করার অঙ্গীকার করেছিলেন শি।

২০১৭ সালে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনফ্রাস্টাকচার ইনিশিয়েটিভে স্বাক্ষর করে নেপাল। তবে প্রকল্প কাঠামো দাঁড় করানো হলেও এখনো কোনো কিছু বাস্তবায়িত হয়নি। তারপরও প্রথাগত ভারত নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে চীনের দিকে ঝুঁকছেন হিন্দুপ্রধান দেশ নেপালের সরকারপ্রধান।

কিন্তু এখনো নেপালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চীনের চেয়ে ভারতের দখলই বেশি। যেখানে কাঠমাণ্ডুর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দিল্লির অংশ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সেখানে বেইজিংয়ের মাত্র ১৪ শতাংশ। তবে এই দিকে পিছিয়ে থাকলেও নেপালে অর্থায়নের ক্ষেত্রে কিন্তু এগিয়ে চীন। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, নেপালে চীনের অর্থায়নের পরিমাণ ৩১ কোটি মার্কিন ডলার যা ভারতের চেয়ে অন্তত তিন কোটি বেশি।

২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো নেপালে প্রধানমন্ত্রী হন ওলি। তখন দেশটির ওপর তেল অবরোধ আরোপ করে ভারত। ভারতের এমন পদক্ষেপের পরপরই চীনের সঙ্গে জ্বালানি তেল সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে নেপাল। ওই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে নেপালের একমাত্র জ্বালানি সরবরাহকারীর তকমা হারায় ভারত। আর চীনের সঙ্গে সহযোগিতার নতুন দুয়ার খুলে।

তবে এখানেই থেমে থাকে না নেপাল-চীন সম্পর্ক। তেল চুক্তির পর নেপালে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে চীন। রাজধানীর ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর পোখারাতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণে ২১ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার ঋণ দেয় বেইজিং। বিমানবন্দরটি গত বছর থেকে কার্যক্রমও শুরু করে। তবে এখনও বাণিজ্য দেয় ভারত। নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারে আপত্তি জানায় নয়াদিল্লি। এই জন্য এই বিমানবন্দরে পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পাচ্ছে না নেপাল।

# সিনেমার খবর cinema TV

## জন্মদিনে যে সারপ্রাইজ দিতে পারেন সালমান খান

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বারবার মৃত্যু হুমকি, কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের চোখে একেবারে সেঁটে রয়েছেন সলমান খান। সেই কারণে এই মুহূর্তে কড়া নিরাপত্তায় রয়েছেন সুপারস্টার সালমান খান। এদিকে কাজের প্রতিশ্রুতিগুলো সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছেন তিনি। তার শুটিংয়ের বাইরে একাধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। আগামী ২৭ ডিসেম্বর ৫৯ বছরে পা রাখবেন সালমান খান। জন্মদিনেই ভক্তদের সারপ্রাইজ দিতে চলেছেন তিনি। অভিনেতাকে সর্বশেষ দেখা গেছে 'টাইগার থ্রি' ছবিতে কিন্তু ছবিটি ভক্তদের প্রত্যাশা তেমন পূরণ করতে পারেনি। গত ঈদে তিনি তার আসন্ন ছবি ওসিকান্দার'-এর ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই তার ছবির জন্যে উতলা হয়ে রয়েছেন ভক্তরা।

ছবিটি পরিচালনা করছেন গজনী পরিচালক এ.আর. মুরুগাদোস। এটিই তার প্রথম কোলাবোরেশন। ছবির শুটিং শেষ করেছেন সালমান কিন্তু ছবির শিরোনাম ঘোষণার পর থেকেই ভক্তরা জানতে চাইছেন, ছবিতে সুপারস্টারের ভূমিকা কী হবে? খ্যাতনামা পরিচালকের সঙ্গে সুপারস্টারের সংযুক্তকরণ স্বাভাবিকভাবেই ভক্তদের উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছে। ছবি থেকে এখনও কোনও ছবি ফাঁস হয়নি। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিগগিরিই বড় আপডেট ভক্তদের ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছেন সালমান। যা ভাইজানের জন্মদিনে ভক্তদের জন্যে উপহার হবে। ২৭ ডিসেম্বর 'সিকান্দার'-এ সালমানের প্রথম লুক এবং প্রথম অফিসিয়াল পোস্টার রিলিজ করা হবে। প্রোডাকশনের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, 'টিম এই মুহূর্তে একটি বিস্ফোরক অ্যাকশন সিকোয়েন্সের শুটিংয়ে ব্যস্ত। তাই নির্মাতারা সালমানের জন্মদিনেই তার ছবির পোস্টার লঞ্চ করার কথা ভাবছে।'

ইতোমধ্যে 'সিকান্দার'-এর টিম হায়দরাবাদে ছবির কিছু বড় সিকোয়েন্সের শুটিং সম্পন্ন করেছে। তীব্র ট্রেন সিকোয়েন্সের শুটিংয়েরও পরিকল্পনা চলছে। যেটি ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে শ্যুট করা হবে। ২০২৫ সালের ঈদে ছবিটির গ্র্যান্ড রিলিজের কথা রয়েছে। অ্যাকশন প্যাকড সিকোয়েন্স ভরা এই ছবিতে সম্পূর্ণ নতুন অবতারে দেখা যাবে সালমানকে। 'সিকান্দার'-এরপর 'জওয়ান'

পরিচালক অ্যাটলির সঙ্গে একটি ছবিতে কাজ করতে চলেছেন সালমান। যেখানে সালমানের সঙ্গে কমল হাসানকে দেখা যাবে।

## প্রযুক্তির কারসাজিতে এবার পরিচালনায় ক্যাটরিনা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** অনেক দিন ধরে অভিনয় থেকে দূরে আছেন হিন্দি সিনেমার অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। তিনি ঠিক কী করছেন? বলিউডের কারো কাছে এর কোনো সদুত্তর নেই। সোশাল মিডিয়া বলছে কখনও এই নায়িকা বিদেশে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন, কখনও সহশিল্পীদের সঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে তার দেখা মিলছে। কিন্তু পেশাগত কোনো কাজে নেই তিনি।

হিন্দুস্তান টাইমস লিখেছে- এর মধ্যে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তাতে টাইগার সিনেমার নায়িকা ক্যাটরিনার কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে তিনি শিগগিরই ক্যামেরার পেছনে কাজ শুরু করতে চলেছেন। নতুন পেশায় নতুনভাবে দেখা যাবে তাকে। কিছু দিনের মধ্যেই কাজ নিয়ে একটি ঘোষণা দেবেন তিনি।

শুধুই কণ্ঠস্বর নয়, ভিডিওতে স্লাইডে লেখা 'স্টে টিউন', সঙ্গে লোগো আর একটি দৃশ্য। ভিডিও ভাইরাল হলে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেটি আসলে ভুয়া ভিডিও। এআই প্রযুক্তির সহযোগিতায় অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর নকল করে তার অভিনীত সিনেমার দৃশ্য নিয়ে ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এখনও কোনো বিবৃতি মেলেনি ক্যাটরিনার কাছ থেকে। তবে কয়েক বছর আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, পরিচালনায় না আসলেও প্রযোজনায় আসার ইচ্ছে রয়েছে তার।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ক্যাটরিনাকে শেষ দেখা যায় 'মেরি ক্রিসমাস' সিনেমায়। এরপর পর্দায় তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি। আগামী বছরে এই নায়িকাকে 'জি লে জারা' ও 'টাইগার ভার্সেস পাঠান' সিনেমায় পর্দায় দেখা যাবে বলে অনেক আগে শোনা গিয়েছিল। এসব সিনেমার শুটিং শুরুর খবর এখনো আসেনি।

## আইনি ঝামেলায় নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** অনলাইন গেমিং অ্যাপের জন্য তৈরি বিজ্ঞাপনে অভিনয় করে আইনি বিপাকে বলিউড অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী। মহারাষ্ট্রের এক হিন্দু সংগঠন তার নামে অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ উঠেছে, মহারাষ্ট্র পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন নওয়াজ। সেই কারণে তার গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়েছে। জানা গেছে, হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির 'সুরাজ্য অভিযান' ক্যাম্পেনের আওতায় বিচারের দাবি করা হয়েছে। বিষয়টি লিখিতভাবে মুম্বাই পুলিশ কমিশনার ও মহারাষ্ট্রের ডিরেক্টর জেনারেলকে দেওয়া হয়েছে। তাহলে আপত্তি কোথায়? গেমিং অ্যাপের বিজ্ঞাপনে পুলিশের পোশাক পরে অভিনয় করেছেন নওয়াজউদ্দিন। আর তাতেই হিন্দু সংগঠনের অভিযোগ, এতে পুলিশের সম্মানহানি হয়েছে। কারণ উর্দি পরে তারকা গেম খেলার মাধ্যমে টাকা রোজগারের কথা বলেছেন! যে লেখা মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার ও মহারাষ্ট্রের ডিজিকে দেওয়া হয়েছে তাতে জানানো হয়েছে, উর্দি পরে এই ধরনের বিজ্ঞাপন অত্যন্ত নিন্দাজনক। বিষয়টি নিয়ে এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তা না করলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। নওয়াজউদ্দিনের পাশাপাশি অভিযুক্ত গেমিং অ্যাপের মালিক অঙ্কুর সিং। এই প্রসঙ্গে 'সুরাজ্য অভিযান' এর মহারাষ্ট্র স্টেট কোর্ডিনেটর অভিষেক মুরুকাটে বলেন, 'মহারাষ্ট্র পুলিশ সুপ্রশিক্ষিত এবং কঠিন পরিশ্রম করে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়েছে তারা অনলাইন জুয়া খেলেই দক্ষ হয়ে যান। এটা অত্যন্ত হতাশার এবং দুর্ভাগ্যজনক যে, কোনো পুলিশকর্মী এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি এবং বাইরের কেউ বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছে। আমরা এও আশা করছি, মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন।' তবে এ প্রসঙ্গে এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি নওয়াজউদ্দিন কিংবা গেমিং অ্যাপের মালিক অঙ্কুর সিং।

## ধর্মীয় কারনে বিয়ে করতে পারছেন না উর্বশী, আড়াই বছরের জন্য নিষিদ্ধ বিয়ে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ভক্তদের চর্চায় থাকা তারকাদের মধ্যে বলিউডের নায়িকা উর্বশী রাউতেলার নাম রয়েছে প্রথম সারিতে। যদিও অভিনয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত ইস্যু নিয়েই বেশি আলোচিত হন তিনি। প্রায়শই প্রশ্নের মুখোমুখি হন তিনি যে, কবে বিয়ে করবেন উর্বশী? সম্প্রতি সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন অভিনেত্রী।

আলোচিত এই অভিনেত্রী জানিয়েছেন, সহসাই বিয়ে করতে পারবেন না তিনি। অন্তত আগামী আড়াই বছরের জন্য বিয়ের পিঁড়িতে বসা একেবারেই নিষিদ্ধ তার জন্য।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক নেটিজেনের প্রশ্নের উত্তরে এমনটাই জানিয়েছেন উর্বশী। এমন অদ্ভুত নিষেধাজ্ঞা কিসের জানতে চাইলে উত্তরে উর্বশী জানান, জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী বর্তমানে তার এমন একটি দশা চলছে যা মোটেই বিয়ে করার জন্য উপযুক্ত নয়।

অভিনেত্রীর কথায়, 'এখন আমার কাটনি যোগ চলছে। কাটনি যোগ চলাকালীন বিয়ে করা উচিত নয়। টানা আড়াই বছর এই দশা জারি থাকে। তাই বিয়ে করার জন্য আপাতত সময় নিচ্ছি। এখনই বিয়ে করছি না।'

শাস্ত্র অনুসারে, এই দশা চললে জীবনে নানা ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি বিয়ের পথেও নানা বাধা তৈরি করতে পারে। সেই জন্যই আপাতত বিয়ে থেকে বিরত থাকছেন উর্বশী।

এদিকে ক্রিকেট তারকা ঋষভ পান্ডের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন রয়েছে উর্বশীর। তবে এই গুঞ্জনকে ভুয়া বলে দাবি করেছেন অভিনেত্রী। ঋষভ ও উর্বশীকে নিয়ে বহু মিমও ছড়িয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। পূর্বেই এই নায়িকা বলেছিলেন, 'ঋষভ পান্থের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে যে মিম ছড়ানো হচ্ছে, তা কেবলই গুজব ও ভিত্তিহীন। আমি ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে রাখতেই পছন্দ করি। কাজই আমার প্রধান লক্ষ্য।'

## শ্রীলীলা নাকি সামান্থা, কে আছেন এগিয়ে!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** 'পুষ্পা টু: দ্য রুল'-এর আইটেম গানের প্রস্তাব নাকি প্রথমে যায় সামান্থার কাছে। তারপর এই প্রস্তাব দেওয়া হয় শ্রদ্ধা কাপুরকে। কিন্তু শ্রদ্ধার চাওয়া পারিশ্রমিক শুনে পিছিয়ে যান ছবির নির্মাতারা। তারপরেই শ্রীলীলাকে বেছে নেওয়া হয়।

সেই আইটেম গানটির নাম 'কিসিক'। পাঁচটি ভাষায় মুক্তি পেয়েছে এই গান। আর এই গানেই উঠে আসে দক্ষিণী অভিনেত্রী শ্রীলীলার নাচের ঝলক। তারপরেই শুরু হয়েছে তুলনা। নেটিজেনদের দাবি, শ্রীলীলার 'কিসিক' পিছিয়েই রয়েছে। কোনোভাবেই সামান্থা রুথ প্রভুর 'ও আন্তাভা' কে ছুঁতে পারেনি শ্রীলীলার ঝলকানি। আবার একাংশ মনে করছেন, শ্রীলীলাকে যেন সামান্থার মতো করেই সাজিয়ে তোলা হয়েছে গানটিতে।

সামান্থার থেকে কম পারিশ্রমিক নেওয়ার ব্যাপারে এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয় শ্রীলীলাকে। সেই সাক্ষাৎকারে শ্রীলীলা জানিয়েছিলেন, প্রযোজকের সঙ্গে পারিশ্রমিক নিয়ে নাকি তার কোনো আলোচনা হয়নি। তাই পারিশ্রমিক নিয়ে তিনি মন্তব্য করতে চান না।

তবে নেটিজেনদের কাছে পারফর্মেন্সে শ্রীলীলা পিছিয়ে থাকলেও বাস্তবে পারিশ্রমিকেও পিছিয়ে এই আইটেম গার্ল। শোনা যাচ্ছে, শ্রীলীলা 'কিসিক' এর জন্য ২ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়েছেন। অন্যদিকে 'ও আন্তাভা'র জন্য সামান্থা নিয়েছিলেন ৫ কোটির পারিশ্রমিক।

ইতোমধ্যে শ্রীলীলার 'কিসিক'-এর প্রথম ঝলক প্রকাশ্যে এসেছে। ছবিতে নাকি এই গানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই নাচের সম্পূর্ণ ভিডিও নাকি ছবি মুক্তি পাওয়ার পরই দর্শক দেখতে পাবেন।

## অস্ট্রিলিয়ার মন জয় করেছে বহুরূপী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** 'কলকাতা সহ বাংলায় ৯৭ টা হলে টানা চলেছে বহুরূপী। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের মতো ভারত ছাড়িয়ে সুদূর অস্ট্রিলিয়ার মানুষের মন জয় করে নিয়েছে বহুরূপী। এমনিতেই শিবপ্রসাদ আর নন্দিতা জুটির পরিচালনায় ছবি আসা মানেই তা হিট বলে ধরা হয়। তবে বহুরূপী যেন ভেঙে দিয়েছে সমস্ত রেকর্ড। বাংলায় ভালো ফল তো করেইছে, বাংলার বাইরেও রমরমিয়ে চলেছে সিনেমাটি। এখন বহুরূপীর উড়ান জারি বিদেশে। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের অসাধারণ পারফরমেন্স অস্ট্রেলিয়াতে, তার সাথে বহুরূপীরও বাজিমাত। সিডনি, মেলবোর্ন এবং নিউজিল্যান্ডে ২খানা করে শো রাখা হয়েছিল, আর দুটোই হাউজফুল। খুশি সকলেই। এভাবেই বিদেশের মাটি জয় করায় বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে দ্রুত গতিতে।

পুজোতে এবার তিনটে ছবি রিলিজ হয়েছে। আর সেখানেই বাজিমাত করেছে বহুরূপী। সেখানে দেবের ছবির দিকেই ছিল পাল্লা ভারি। তবে বক্স অফিসের নম্বরের ভিত্তিতে এবার টেক্কাকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে বহুরূপী। এই নিয়ে কম বিতর্কও হয়নি। মোটোমোটি শেষ পাওয়া হিসেব অনুযায়ী গোটা দেশ জুড়ে ১৫ কোটির থেকে সামান্য বেশি আয় করেছে বহুরূপী তেমনটাই জানা যাচ্ছে। কেবল মাত্র ঝঠঝ সিনেমাতেই ২ কোটি টাকা আয় করেছে শিবপ্রসাদ অভিনীত ছবিটি। এই খবরে খুশি আবির। খবরে প্রকাশ দেবপ্রসাদ এবার বহুরূপী-২ করতে চলেছেন।

## শীর্ষে থেকেই

# বছর শেষ করলো আর্জেন্টিনা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে আর্জেন্টিনা। যদিও বছরের শেষ আন্তর্জাতিক সূচিতে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি, তারপরও ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে থেকে বছর শেষ করছে লিওনেল মেসির দল। ২৮ নভেম্বর আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা) র‍্যাঙ্কিং আপডেট করলে এ তথ্য জানা যায়। তালিকার শীর্ষ পাঁচে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

চলতি বছরের শেষ ফিফা উইন্ডোতে দু'টি করে ম্যাচ খেলে দলগুলো। যেখানে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ২-১ গোলে পরাজয়বরণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। এতে করে পয়েন্ট কিছুটা কমলেও শীর্ষস্থান অটুট থাকে। উয়েফা নেশনস লিগে সবশেষ দুই ম্যাচে একটি করে জয় পাওয়া ও ড্র করা ফ্রান্সের পয়েন্টও সামান্য কমলেও তারা টেবিলের দুইয়ে অবস্থান করছে। নিজেদের সবশেষ দুই ম্যাচেই জয় পাওয়া স্পেন ও ইংল্যান্ডের পয়েন্ট কিছুটা বেড়েছে, যথাক্রমে পরের দু'টি স্থানে আছে দল দুটি।

অন্যদিকে, অনেকদিন ধরে ব্যর্থতার চাদরে বন্দি পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের অবস্থান পাঁচে। শেষ দু'টি ম্যাচে ভেনেজুয়েলা ও উরুগুয়ের বিপক্ষে ড্র করায় আগের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

## ছন্দে থাকা রোনালদোর

# জোড়া গোলে জিতল নাসের

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বয়স ৪০ ছুঁই ছুঁই। সে কারণেই কিনা ১০০০তম গোলের মাইলফলক স্পর্শ নিয়ে কিছুদিন আগে নিজেই সন্দেহ পোষণ করেছিলেন।তবে মাঠে যে উড়ন্ত ছন্দে আছেন তাতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো আত্মবিশ্বাস ফের বাড়তেই পারে।জাতীয় দল কিংবা ক্লাব ফুটবল -মঞ্চ যেটি হোক গোল করাটা যেন সম্প্রতি ফের অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। শুক্রবার নাসেরের হয়ে ফের করলেন জোড়া গোল।

সউদী লিগে শুক্রবার ঘরের মাঠে দামাককে ২-০ গোলে হারায় আল নাসের। দুই অর্ধে গোল দুটি করেন রোনালদো।

এর আগে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আল-ঘারাফার বিপক্ষে আল নাসরের ৩-১ গোলে জেতা ম্যাচেও জোড়া গোল করেছিলেন রোনালদো। সেই ফর্ম লিগেও ধরে রাখলেন আল নাসরের অধিনায়ক।

ঘরের মাঠ আল-আওয়াল পার্কে শুরু থেকেই লিগ পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা দামাককে চেপে ধরে আল নাসর। ১৭তম মিনিটে তারা গোলের দেখাও পেয়ে যায়। নিজেদের বক্সে দামাক ডিফেন্ডার আব্দেলকাদেরের হাতে বল লাগলে রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজান।স্পাটকিক থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।শুরু থেকে নাসেরের আধিপত্যে কোণঠাসা দামাক ৫৬তম মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয়ে আরও চাপে পড়ে। ৭৯তম মিনিটে সতীর্থের পাস কাছ থেকে শটে দ্বিতীয় গোলটি করেন রোনালদো।

এটি তার ক্যারিয়ারের ৯১৫ তম গোল। ৩০ বছর হওয়ার পর ৪৫২টি! এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত জাতীয় দল ও ক্লাবের জার্সিতে তার গোলসংখ্যা ২০টি, আছে ৪টি অ্যাসিস্টও।

এই জয়ে ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট হলো আল নাসরের। যদিও তাদের অবস্থান এখনো তিনেই। তবে শীর্ষে থাকা আল-ইত্তিহাদের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান পাঁচে নামিয়েছেন রোনালদোরা। আর দুইয়ে থাকা আল-হিলালের সংগ্রহ ২৮ পয়েন্ট। কিন্তু শীর্ষ দুই দলই আল নাসরের চেয়ে একটি করে কম ম্যাচ খেলেছে। আল-নাসরের কাছে হেরে যাওয়া দামাক ১৪ পয়েন্ট নিয়ে আছে একাদশ স্থানে।

# ডোপিংয়ের দায়ে নিষিদ্ধ শিয়াওতেক

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়ার শাস্তি পেলেন ইগা শিয়াওতেক। এক মাসেন নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন পাঁচ গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সাবেক এই নাম্বার ওয়ান টেনিস তারকা।

গত অগাস্টে শিয়াওতেকের নমুনায় নিষিদ্ধ ট্রাইমেটাজিডিন (পিএমজেড) পাওয়া যায়। ওই সময়ে ডব্লিউটিএ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ছিলেন ২৩ বছর বয়সী এই পোলিশ তারকা।

সবকিছু প্রমাণিত হওয়ায় শিয়াওতেককে এক মাসের নিষেধাজ্ঞার কথা বৃহস্পতিবার জানায় ইন্টারন্যাশনাল টেনিস ইন্টেগ্রিটি এজেন্সি (আইটিআইএ)।

এছাড়া গত অগাস্টে অনুষ্ঠিত সিনসিনাটি ওপেনে শিয়াওতেকের জেতা আর্থিক পুরস্কারও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ওই টুর্নামেন্টের সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন শিয়াওতেক। ডব্লিউটিএ জানিয়েছে, সেখানে প্রায় এক লাখ ৫৯ হাজার মার্কিন ডলার জিতেছিলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের ওই আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন আরিনা সাবালেঙ্কা।

পোল্যান্ডে প্রস্তুত ও বিক্রি হওয়া ঔষধটি জেট ল্যাগ দূর করতে এবং ঘুমের সমস্যার কারণে নিয়েছিলেন শিয়াওতেক। নিজের ভুল বুঝতে পেরে শাস্তি মেনেও নিয়েছেন ফরাসি ওপেনের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। "আমাকে ও আমার দলকে (গত আড়াই মাসে) প্রবল চাপ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। তবে সবকিছু পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে এবং ছাড়পত্র নিয়ে আমি খেলায় ফিরতে পারি, যেটাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি।"

# মেসিকে টপকে গেলেন ডি মারিয়া!

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেকর্ড গড়ার পথে ডি মারিয়া। গোলের পাস বাড়ানোর তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন তিনি। টপকে গেলেন লিওনেল মেসিকে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলের পাস বাড়ানোর তালিকায় শীর্ষে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তার থেকে এক ধাপ নীচে ডি মারিয়া।

রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক ফুটবলার এখন বেনফিকার হয়ে খেলেন। আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতা ডি মারিয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৪১টি গোলের পাস বাড়িয়েছেন। মোনাকোর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার রাতের ৩-২ গোলে জিতেছে বেনফিকা। ৩৬ বছরের ডি মারিয়া দলের জয়ে বড় ভূমিকা নেন। বেনফিকার হয়ে ১৬টি ম্যাচে আটটি গোল করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে পাঁচটি গোলের পাস বাড়িয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মেসি ৪০টি গোলের পাস বাড়িয়েছিলেন। ডি মারিয়া তার থেকে একটি বেশি বাড়িয়েছেন। আর একটি গোলের পাস বাড়ালেই তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন রোনালদো এবং রায়ান গিগসকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১১২টি ম্যাচ খেলেছেন ডি মারিয়া। মেসি খেলেছেন ১৬৩টি ম্যাচ। রোনালদো খেলেছেন ১৮৩টি ম্যাচ। অর্থাৎ মেসির থেকে কম ম্যাচ খেলে তাকে টপকে গিয়েছেন ডি মারিয়া। সুযোগ রয়েছে রোনালদোকে টপকে যাওয়ার। দেশের হয়ে খেলার সময় মেসির পাশেই খেলতেন ডি মারিয়া।

# ফিফা বর্ষসেরার দৌড়ে মেসি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ব্যালন ডি'অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পাননি লিওনেল মেসি। তবে 'দ্য বেস্ট ফিফা মেনস প্লেয়ার' পুরস্কার জয়ের দৌড়ে আছেন তিনি। লড়াইয়ে আছেন এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী রদ্রি, কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিউস জুনিয়রও।

পুরুষ বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচনে শুক্রবার নিজেদের ওয়েবসাইটে ১১ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে ফিফা।

তালিকায় আরও আছেন দানি কার্ভাহাল, আর্লিং হালান্ড, ফেদেরিকো ভালভের্দে, ফ্লোরিয়ান ভিরৎজ, জুড বেলিংহ্যাম, লামিনে ইয়ামাল, টনি ক্রুস।

১১ জনের তালিকায় ৬ জনই রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়। ক্লাব ফুটবলে ইউরোপের বাইরে খেলা একমাত্র ফুটবলার হিসেবে তালিকায় আছেন মেসি।

২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ১০ আগস্ট সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচনায় করা হয়েছে এই তালিকা।

## চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ

# ভারতকে দায়ী করে যা বললেন আফ্রিদি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ভারত-পাকিস্তান দুই দেশই অনড়। এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি অবস্থানে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ নিয়ে জটিলতা এখন চরমে। টুর্নামেন্টটি মাঠে গড়াতে আর দুই মাসের কিছু বেশি সময় বাকি আছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভেন্যু নিয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে এমন অনিশ্চয়তার পেছনে ভারতের বড় দায় দেখছেন শহিদ আফ্রিদি। তার মতে খেলার সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে ফেলছে ভারত। যার নেতিবাচক পড়তে পারে দুই দেশের ক্রিকেটেই।

২৮ নভেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আফ্রিদি লিখেছেন, আইসিসির উচিৎ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। একই সঙ্গে হাইব্রিড মডেলের বিরুদ্ধে পিসিবির অবস্থানকে সমর্থন করেন বলেও জানিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক এই তারকা ক্রিকেটার। তিনি বলেন, 'বিসিসিআই খেলার সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলেছে। হাইব্রিড মডেলের বিরুদ্ধে পিসিবির অবস্থানকে পূর্ণ সমর্থন করছি।'

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR